রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ৪, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

নীতি-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ ভাদ্র ১৪৩০ বঃ/২৩ আগস্ট ২০২৩ খ্রিঃ

নং **১২.০০.০০০০.০৭৫.২২.০০১.১৯-১১০**—মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্নরূপ "কৃষি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নীতিমালা-২০২৩" প্রণয়ন করল।

কৃষি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নীতিমালা ২০২৩

যেহেতু কৃষি শিক্ষা, গবেষণা, কৃষিপণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণের মাধ্যমে দেশের পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষিখাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে; এবং

যেহেতু, সরকার কৃষি খাত (ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এবং বনজ উপখাত) সহ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কৃষি গবেষক, উদ্যোক্তা, উৎপাদনকারী, বাণিজ্যিক কৃষি খামার স্থাপনকারী, বেসরকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী, বেসরকারী কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী ও কৃষি সংগঠক বাংলাদেশি নাগরিকদের মধ্য হতে সরকার প্রতি বৎসর কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

উক্ত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার এতদ্বারা নিম্নরূপ নীতিমালা (Policy) প্রণয়ন করল,

মূল্য : টাকা ১৬.০০

০১. **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম: 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি'** (Agricultural Important Person) অর্থ কৃষি (Agriculture) মৎস্য (Fisheries) প্রাণিসম্পদ (Livestock) ও বনজ (Forest) উপখাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এই নীতিমালার আওতায় ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এই নীতিমালা 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নীতিমালা ২০২৩' (Agricultural Important Person Policy-2023) নামে অভিহিত হবে। সংক্ষেপে এই নীতিমালা 'এআইপি নীতিমালা-২০২৩' নামে পরিচিত হবে।

০২। সংজ্ঞাসমূহ:

বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায় নিম্নরূপ বুঝাবে

(ক) 'সরকার' অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;

(খ) 'মন্ত্রণালয়' অর্থ Rules of Business-এ বর্ণিত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/বিভাগসমূহের সমষ্টি;

(গ) 'বিভাগ' অর্থ স্বতন্ত্র ও নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে সরকারি কার্য পরিচালনার জন্য দায়ী স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশাসনিক সর্বোচ্চ একক, যা সরকার কর্তৃক উক্তরূপ ঘোষিত হয়েছে;

(ঘ) 'দপ্তর' অর্থ মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এবং সরকার কর্তৃক সে হিসেবে ঘোষিত দপ্তর;

(ঙ) 'সচিবালয়' অর্থ মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অফিসসমূহ একত্রে বুঝাবে;

(চ) 'আদালত' অর্থ দেওয়ানি কার্যবিধি এবং ফৌজদারি কার্যবিধিতে বর্ণিত আদালত/ট্রাইব্যুনাল এবং অন্য কোনো আইনে গঠিত আদালত/ট্রাইব্যুনাল;

(ছ) 'সরকারি কর্মচারী' অর্থ ঐ ব্যক্তি যার ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা-১৯৭৯ প্রযোজ্য।

(জ) 'বাস্তুসংস্থান' অর্থ বেঁচে থাকার তাগিদে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের জীব সম্প্রদায় ও জড় পরিবেশের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক;

(ঝ) 'নবায়নযোগ্য জ্বালানী' অর্থ বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস যেমন: সূর্যের আলো ও তাপ, বায়ু প্রবাহ, জলপ্রবাহ, জৈব শক্তি (জৈবভর), ভূ-তাপ, সমুদ্র তরঙ্গ, সমুদ্র-তাপ, জোয়ার-ভাটা, শহুরে আবর্জনা, হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল ইত্যাদি নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে;

(ঞ) 'কৃষি গবেষক' অর্থ কৃষি (Agriculture), মৎস্য (Fisheries), প্রাণিসম্পদ (Livestock) ও বনজ (Forest) উপখাতে গবেষক বুঝাবে;

(ট) 'বিজ্ঞানী' অর্থ কৃষি (Agriculture), মৎস্য (Fisheries), প্রাণিসম্পদ (Livestock) ও বনজ (Forest) উপখাতে বিজ্ঞানী বুঝাবে;

(ঠ) 'শিক্ষাবিদ' অর্থ কৃষি (Agriculture), মৎস্য (Fisheries), প্রাণিসম্পদ (Livestock) ও বনজ (Forest) উপখাতে শিক্ষাবিদ বুঝাবে।

(ড) কৃষি (Agriculture): ফসল ও অন্যান্য কৃষিজ সম্পদ উৎপাদনের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। কৃষিক্ষেত্রে অন্য উপশাখাগুলি হচ্ছে গবাদি পশু, মৎস্য ও বনজ।

(ঢ) এলিয়েন ও আক্রমণাত্মক প্রজাতি (Alien and Invasive):

এলিয়েন ও আক্রমণাত্মক প্রজাতি হল গাছপালা, প্রাণি, প্যাথোজেন এবং অন্যান্য জীব যা একটি বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত নয়, এবং যেগুলো অর্থনৈতিক বা পরিবেশগত ক্ষতির কারণ হতে পারে বা মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে, তারা জীববৈচিত্র্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, যার মধ্যে রয়েছে দেশীয় প্রজাতির হ্রাস বা বিলুপ্তি। এলিয়েন ও আক্রমণাত্মক প্রজাতি অন্য একটি বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন ভাবে প্রবেশ করে অথবা তাদের প্রাকৃতিক আবাসের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। এলিয়েন ও আক্রমণাত্মক প্রজাতি পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি বাস্তুতন্ত্রের স্থানীয় জীববৈচিত্র্যকে প্রভাবিত করে এবং জীববৈচিত্র্যের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকিগুলোর মধ্যে একটি। ১৭ শতকের পর থেকে এলিয়েন ও আক্রমণাত্মক প্রজাতি সমস্ত প্রাণি বিলুপ্তির প্রায় ৪০% অবদান রেখেছে।

০৩. এআইপি-এর বিভাগ ও সংখ্যা:

এআইপি এর সর্বোচ্চ সংখ্যা ৪৫টি (পঁয়তাল্লিশ) হবে যা নিম্নলিখিত ৫টি বিভাগে বিভক্ত হবে।

৩.১. বিভাগ 'ক'- কৃষি উদ্ভাবন (জাত/প্রযুক্তি)—সর্বোচ্চ ১০ জন

(ফসল উপখাত থেকে ০৫ জন, মৎস্য উপখাত থেকে ০২ জন, প্রাণিসম্পদ উপখাত থেকে ০২ জন এবং

বনজ উপখাত থেকে ০১ জন)

৩.২.বিভাগ 'খ'- কৃষি উৎপাদন/বাণিজ্যিক খামার স্থাপনকারী, বেসরকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী, বেসরকারী কৃষি বিজ্ঞানী ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প - সর্বোচ্চ ১৫ জন (একটি প্রশাসনিক বিভাগ থেকে

সর্বোচ্চ ০২ জন)

৩.৩. বিভাগ 'গ'-রপ্তানিযোগ্য কৃষি পণ্য উৎপাদন - সর্বোচ্চ ১০ জন

৩.৪. বিভাগ 'ঘ'-স্বীকৃত বা সরকার কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত কৃষি সংগঠক - সর্বোচ্চ ০৫ জন

৩.৫. বিভাগ 'ঙ'-বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত - সর্বোচ্চ ০৫ জন

০৪. এআইপি নির্বাচনের বিভাগভিত্তিক শর্তাবলি

৪.১. বিভাগ'ক' - কৃষি উদ্ভাবন (জাত/প্রযুক্তি):

(ক) আবেদনকারীকে (গবেষণা প্রতিষ্ঠান) নিম্নবর্ণিত কৃষি পণ্যসমূহের নতুন জাত ও প্রযুক্তি/যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন এবং প্রতিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কৃষি/মৎস্য/প্রাণিসম্পদ/বনজসম্পদের প্রজাতি/বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি সংরক্ষণ বা বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারের' সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে:

- সকল ধরনের শস্য (যেমন-ধান, গম, ভুট্টা, ডাল ও তৈল বীজ ইত্যাদি)
- শাক সবজি
- মাশরুম
- ফলমূল
- ফুল
- কন্দাল ফসল, মসলা, তুলা, আখ ও পাট
- মৎস্য, [মিঠা পানির মৎস্য/সামুদ্রিক মৎস্য/অপ্রচলিত মৎস্য (শামুক/ঝিনুক/কাঁকড়া/কুচিয়া)]
- প্রাণিসম্পদ [হাঁস-মুরগি (দেশি প্রজাতি বা বিদেশি প্রজাতি বা শংকরকৃত জাত)/গরু/মহিষ (দেশি প্রজাতি বা বিদেশি প্রজাতি বা শংকরকৃত জাত)/ছাগল/ভেড়া (দেশি প্রজাতি বা বিদেশি প্রজাতি বা শংকরকৃত জাত)
- বনজ উপখাতভুক্ত কৃষি সংশ্লিষ্ট নতুন জাত ও প্রযুক্তি/যন্ত্রপাতি
- কৃষি সংশ্লিষ্ট সম্পদ সাশ্রয়ী পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী

(খ) উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তির মাঠ পর্যায়ের ফলাফলের প্রমাণক থাকতে হবে; এবং

(গ) জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কৃষিতে অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করেছেন এমন গবেষক/বিজ্ঞানী/শিক্ষাবিদ।

৪.২. বিভাগ 'খ' - কৃষি উৎপাদন/বাণিজ্যিক খামার স্থাপন ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প:

(ক) আবেদনকারীকে মোট ফসল/মৎস্য/প্রাণিসম্পদ/বনজসম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ/ সংখ্যা, আবাদকৃত জমির পরিমাণ, খামারের আয়তন, ফলন, উৎপাদন খরচ, বিনিয়োগ ও লাভের তথ্য প্রদান করতে হবে;

(খ) খামার স্থাপনে খামারে জমির পরিমাণ, নিয়োজিত লোকবল, ব্যবহৃত খামার যন্ত্রপাতির তালিকা, বার্ষিক লাভ, ব্যাংক হিসাব প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি তথ্য জমা দিতে হবে; এবং

(গ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্জনের যথাযথ প্রমাণক দাখিল করতে হবে।

(ঘ) বিদেশে অবস্থানরত কোনো বাংলাদেশি নাগরিক যিনি বাংলাদেশে কৃষিপণ্য উৎপাদন, রপ্তানী বা প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে যুক্ত এবং এ সেক্টরে সরাসরিভাবে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন এরূপ কোনো ব্যক্তি বিবেচিত হবেন।

(ঙ) কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিটের প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্যের পরিমাণ, নিয়োজিত লোকবল, ব্যাংক হিসাব, বার্ষিক লাভ, প্রক্রিয়াজাতকরণের সক্ষমতা এবং রপ্তানিকৃত কৃষিপণ্যের পরিমাণ (যদি থাকে) ও তা থেকে প্রাপ্ত আয় ইত্যাদি।

৪.৩. বিভাগ 'গ'- রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য উৎপাদন

(ক) শুধুমাত্র রপ্তানিমুখি কৃষি পণ্য (ফসল/ মৎস্য /প্রাণিসম্পদ/বনজসম্পদ উপখাতভুক্ত) উৎপাদনে নিয়োজিত কৃষকরা আবেদন করতে পারবেন;

(খ) একটি পঞ্জিকা বৎসরের জন্য এআইপি নির্বাচনকালে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের রপ্তানিমুখি কৃষি পণ্য (ফসল/ মৎস্য/প্রাণিসম্পদ/বনজসম্পদ উপখাতভুক্ত) উৎপাদনের পরিমাণ বিবেচনা করা হবে;

(গ) প্রতিবছর এআইপি নির্বাচনকালে প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা এবং আবেদনকারীদের অর্জিত আয়ের ভিত্তিতে পণ্যওয়ারী বিভাজন কৃষি মন্ত্রণালয় প্রয়োজন অনুযায়ী কম বা বেশি করতে পারবে;

(ঘ) মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে নতুন পণ্য/খাত সংযোজন করতে পারবে এবং যে কোন পণ্য/খাত বিলুপ্ত করতে পারবে; এবং

(ঙ) আবেদনকারীর রপ্তানিযোগ্য কৃষি পণ্যের (ফসল/মৎস্য/প্রাণিসম্পদ/বনজসম্পদ উপখাতভুক্ত) বাজার মূল্য নূন্যতম ০.১৫ (শূন্য দশমিক এক পাঁচ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে হবে।

৪.৪. বিভাগ 'ঘ'- স্বীকৃত বা সরকার কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত কৃষি (ফসল/মৎস্য/প্রাণিসম্পদ/বনজসম্পদ উপখাতভুক্ত) সংগঠনের সংগঠক:

(ক) কৃষি পেশাজীবী সংগঠক (সরকারি কর্মচারি ব্যতীত), কৃষি ব্যবসায়ী সংগঠক, কৃষি সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের মনোনীত সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হবে।

৪.৫. বিভাগ 'ঙ'- বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত:

যে বছরের জন্য এআইপি এর আবেদন আহ্বান করা হবে তার পূববর্তী বছরে বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত শুধুমাত্র কৃষকগণ এ বিভাগের আওতায় এআইপি হিসেবে নির্বাচিত হবেন।

০৫. এআইপি নির্বাচনের সাধারণ শর্তাবলি:

৫.১. এআইপি আবেদনপত্রে আবেদনকারীকে তাঁর পিতামাতার পূর্ণ নাম এবং NID নম্বর উল্লেখ করতে হবে;

৫.২. এআইপি হিসাবে আবেদনকারী ভুল/মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে এবং তা প্রমাণিত হলে ঐ আবেদনকারী পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসর এআইপি নির্বাচনের জন্য আবেদন করতে পারবেন না। এছাড়াও এআইপি হিসেবে নির্বাচিত ব্যক্তির প্রদত্ত তথ্য মিথ্যা প্রমাণিত হলে তাঁর মনোনয়ন বাতিল করা হবে এবং পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসর তিনি এআইপি হিসেবে মনোনয়ন পাবেন না;

৫.৩. আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত অথবা অন্য কোনো কারণে অবাঞ্ছিত বিবেচিত ব্যক্তি এআইপি হওয়ার যোগ্য হবেন না। তবে সাজা ভোগ করার ০৫ (পাঁচ) বছর অতিবাহিত হওয়ার পর সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাচনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন;

৫.৪. আবেদনকারী ঋণ খেলাপী থাকলে নির্বাচনের জন্য বিবেচিত হবেন না; এবং

৫.৫. Alien ও Invasive প্রজাতির প্রচলন ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনকারী এআইপি হিসেবে মনোনয়ন পাবেন না।

০৬. **মনোনয়ন দাখিল ও এআইপি নির্বাচন কমিটি:** কৃষি মন্ত্রণালয় নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে ০৪ (চার)টি কমিটির মাধ্যমে এআইপি নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে;

(ক) মনোনয়ন দাখিল:

(১) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তক্রমে প্রতি বছর এআইপি নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন আহবান করে প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে;

(২) নির্ধারিত ফরমে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে মনোনয়নসমূহ সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ভবন নং-৪, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পরে প্রাপ্ত মনোনয়ন বিবেচনা করা হবে না;

(৩) একই ব্যক্তি একই বছর শুধুমাত্র একটি বিভাগ হতে এআইপি নির্বাচনের জন্য আবেদন করতে পারবেন; এবং

(৪) আবেদনকারীকে উপজেলা কমিটির নিকট আবেদন পেশ করতে হবে। উপজেলা কমিটি যাচাই/বাছাই করে ০৫টি ক্ষেত্র/বিভাগের প্রতিটির জন্য সর্বোচ্চ ০২ (দুই) জন করে মোট ১০ জনের নাম কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। জেলা কমিটি প্রাপ্ত মনোনয়নসমূহ যাচাই/বাছাই করে ০৫টি ক্ষেত্র/বিভাগের প্রতিটির জন্য সর্বোচ্চ ০২ (দুই) জন করে মোট ১০ জনের নাম কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

(খ) **উপজেলা কমিটি:**

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
২. উপজেলা মৎস্য অফিসার	সদস্য
৩. উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার	সদস্য
৪. উপজেলা সমবায় অফিসার	সদস্য
৫. বিভাগীয় বন সংরক্ষকের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৬. উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মনোনীত একজন ইউ,পি চেয়ারম্যান	সদস্য
৭. উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য-সচিব

(গ) **জেলা কমিটি:**

১. জেলা প্রশাসক/চেয়ারম্যান, স্থানীয় সরকার পরিষদ/ চেয়ারম্যান পার্বত্য জেলা পরিষদ	সভাপতি
২. উপপরিচালক, বিআরডিবি	সদস্য
৩. বিভাগীয় বন সংরক্ষক/মনোনিত প্রতিনিধি	সদস্য
৪. জেলা মৎস্য অফিসার	সদস্য
৫. জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার	সদস্য
৬. জেলা সমবায় অফিসার	সদস্য
৭. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

(ঘ) প্রাথমিক বাছাই কমিটি:

১. যুগ্মসচিব (সম্প্রসারণ/প্রশাসন/পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৩. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪. শিল্প মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫. বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৬. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৭. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৮. সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৯. বাংলদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১০. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১১. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১২. কৃষি তথ্য সার্ভিসের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৩. উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সম্প্রসারণ/ প্রশাসন/ পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

(ঙ) চূড়ান্ত বাছাই কমিটি:

১. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর প্রতিনিধি (সদস্য পদমর্যাদার)	সদস্য
৩. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৪. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	সদস্য
৫. বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি (নির্বাহী পরিচালক পদমর্যাদার)	সদস্য
৬. সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি (সহযোগী অধ্যাপক এর নিম্নে নয়)	সদস্য
৭. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	সদস্য
৮. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	সদস্য
৯. বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	সদস্য
১০. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	সদস্য
১১. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	সদস্য
১২. শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	সদস্য
১৩. কৃষি ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখেছেন এমন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব (মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৪. যুগ্মসচিব (সম্প্রসারণ/প্রশাসন/পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

০৭. **Score-based পূর্ণাংগ Criteria অনুসরণ:** কমিটিসমূহ প্রতিটি ধাপে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত Score-based পূর্ণাংগ Criteria অনুসরণ করত এআইপি নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন।

০৮. **এআইপি নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়:**

৮.১. কৃষি মন্ত্রণালয়ে গঠিত চূড়ান্ত বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশের ভিত্তিতে এআইপি নির্বাচন করা হবে;

৮.২. এআইপিদের তালিকা প্রস্তুত করে চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ/এনবিআর হতে ছাড়পত্র/মতামত গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে ত্রিশ দিনের মধ্যে মতামত পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কোনো অভিযোগ নেই বলে বিবেচিত হবে;

৮.৩. একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হলে স্বত্বাধিকারী, যৌথ মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালক/চেয়ারম্যান/চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার/পরিচালক/ মনোনীত পরিচালক এআইপিএর জন্য আবেদন করতে পারবেন;

৮.৪. কোনো ব্যক্তি একই বছর সিআইপি মর্যাদাভুক্ত হলে তিনি ঐ বছর এআইপি-এর জন্য বিবেচিত হবেন না;

৮.৫. এআইপি নির্বাচনের যাবতীয় কার্যক্রম প্রতিবছর অক্টোবর মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে; অনিবার্য কারণে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা না গেলে কৃষি মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্তক্রমে সংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পন্ন করতে পারবে।

৮.৬. এআইপি- এর জন্য প্রচলিত আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং নতুন কলাম সংযোজন করা যাবে;

৮.৭ নির্ধারিত সময়ের পর এআইপি মনোনয়নের জন্য আবেদনপত্র বিবেচনা করা হবে না; এবং

৮.৮. চূড়ান্ত বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রণীত সুপারিশ মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সুপারিশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর এআইপি কার্ড আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণ করা হবে।

০৯. এআইপি নির্বাচন ক্যালেন্ডার: নিম্নলিখিত "ক্যালেন্ডার" মোতাবেক এআইপি নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে:

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	সময়সূচি
৯.১	কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি প্রচার এবং দরখাস্ত আহবান ও গ্রহণ।	১৫ মার্চ হতে ১৪ এপ্রিল
৯.২	উপজেলা কমিটির কার্যক্রম	১৫ এপ্রিল হতে ৩০ এপ্রিল
৯.৩	জেলা কমিটির কার্যক্রম	১১ মে হতে ১৫ মে
৯.৪	প্রাথমিক বাছাই কমিটির কার্যক্রম	১৬ মে হতে ১৫ জুন
৯.৫	চূড়ান্ত বাছাই কমিটি কর্তৃক বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ এবং এআইপি এর তালিকা ছাড়পত্র/মতামতের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ ও মতামত গ্রহণ।	১৬ জুন হতে ৩১ জুলাই
৯.৬	কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক এআইপি নির্বাচন প্রক্রিয়া চূড়ান্তকরণ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ।	০১ আগস্ট হতে ৩১ আগস্ট
৯.৭	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যক্রম ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ।	০১ সেপ্টেম্বর হতে ৩০ সেপ্টেম্বর
৯.৮	এআইপি কার্ড বিতরণ	০১ অক্টোবর হতে ৩০ অক্টোবর

তবে কোনো কারণে ক্যালেন্ডার মোতাবেক নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্ভব না হলে যৌক্তিক লিখিত কারণ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সময়সূচি অনুযায়ী এআইপি নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাবে।

১০. প্রজ্ঞাপন জারি: নির্বাচিত এআইপি-গণের তালিকা প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হবে।

১১. এআইপি-র প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা: এআইপি-গণ নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন:

১১.১. এআইপি কার্ড এর সাথে মন্ত্রণালয় হতে একটি প্রশংসাপত্র;

১১.২. একজন এআইপিকে প্রদত্ত সুবিধাদি তার মেয়াদকাল পর্যন্ত বহাল থাকবে (প্রদানের তারিখ হতে ০১ বৎসর);

১১.৩. এআইপি-গণ বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রবেশের জন্য প্রবেশ পাস পাবেন;

১১.৪ বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান ও সিটি/মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কর্তৃক আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনায় আমন্ত্রণ পাবেন;

১১.৫ বিমান, রেল, সড়ক ও জলপথে ভ্রমণকালীন সরকার পরিচালিত গণপরিবহনে আসন সংরক্ষণ অগ্রাধিকার পাবেন;

১১.৬ একজন এআইপি'র ব্যবসা/দাপ্তরিক কাজে বিদেশে ভ্রমণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভিসা প্রাপ্তির নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট দূতাবাসকে উদ্দেশ্য করে Letter of Introduction ইস্যু করবে;

১১.৭ একজন এআইপি তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা ও নিজের চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালের কেবিন সুবিধা প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাবেন; এবং

১১.৮ সংশ্লিষ্ট এআইপিগণ শুধুমাত্র তাদের মেয়াদকালীন বিমানবন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী) ব্যবহারের সুবিধা পাবেন।

১২. **এআইপি এর মেয়াদ:**

১২.১. এআইপি এর মেয়াদ ০১ (এক) বৎসর। এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবলুপ্ত মর্মে ঘোষিত হবে; এবং

১২.২. এআইপি কার্ডের মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পর এক সপ্তাহের মধ্যে এআইপি কার্ডটি কৃষি মন্ত্রণালয় অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

১৩- **এআইপি সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার:**

১৩.১. সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে কোনো ব্যক্তিকে অনুচ্ছেদ ১১ এর অধীন প্রদত্ত এআইপি এর সুযোগ সুবিধা মেয়াদকালীন যে কোনো সময় জনস্বার্থে প্রত্যাহার করতে পারবে।

১৩.২. যদি কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এআইপি নির্বাচিত হয়ে থাকেন তবে সেক্ষেত্রে ঐ প্রতিষ্ঠানের তথ্যগত ত্রুটি, অসত্য তথ্য, আর্থিক বিষয়াদির অডিট কার্যক্রমে বা দুর্নীতি তদন্তে অথবা আদালতের রায়ে এআইপি নির্বাচনের সংগে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে আপত্তি বা দুর্নীতি বা অপরাধ প্রমাণিত হলে উক্ত নির্বাচিত এআইপি এর অনুকূলে প্রদত্ত এআইপি কার্ড বা সম্মাননা বাতিল মর্মে গণ্য হবে এবং সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা তা প্রকাশ করবে।

১৪- এ নীতিমালার কোনো পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন, ব্যাখ্যা ইত্যাদির এখতিয়ার কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে।

পরিশিষ্ট

বিভাগ-'ক' কৃষি উদ্ভাবন (জাত/প্রযুক্তি)-এর মানবন্টন

ক্রম.	মান বন্টন খাত	মান বন্টন
১	বিভিন্ন ফসল জাত নিবন্ধনের প্রত্যয়ন/জাতীয় বীজ বোর্ডের সভার কার্যবিবরণী	২০
২	জাত, প্রযুক্তি, সংখ্যা ও গুরুত্ব	১০
৩	উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তির মাঠ পর্যায়ে ফলাফলের প্রমাণক/ছবি/ভিডিও চিত্র	১৫
৪	পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত উদ্ধৃতাংশ	১০
৫	প্রকাশিত গবেষণাপত্র	১০
৬	বিভিন্ন সনদপত্র	১০
৭	উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাত/প্রযুক্তির তথ্য/ফ্যাক্টশিট	১০
৮	বিভিন্ন সম্মাননার স্থিরচিত্র	০৫
৯	বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার বা অন্যান্য জাতীয় পুরস্কার সনদপত্রের ছায়ালিপি	১০
	মোট=	**১০০**

বিভাগ 'খ'-কৃষি উৎপাদন/বাণিজ্যিক খামার স্থাপন ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প

(i) কৃষি উৎপাদন

ক্রম.	মানবন্টন খাত	মান বন্টন
১	মোট ফসল উৎপাদনের পরিমাণ (মে:টন)	১৫
২	মোট আবাদিকৃত জমির পরিমাণ (হেক্টর)	১০
৩	ব্যবহৃত প্রযুক্তিসমূহের নাম	১৫
৪	মোট বিনিয়োগ (টাকা)	১০
৫	বাণিজ্যিক উৎপাদন খরচ (টাকা)	১০
৬	বার্ষিক আয় (টাকা)	১০
৭	নীট আয় (টাকা)	১০
৮	(ক) নিয়োজিত জনবল (পুরুষ)	১০
	(খ) নিয়োজিত জনবল (নারী)	১০
	মোট=	**১০০**

(ii) বাণিজ্যিক খামার স্থাপন

ক্রম.	মানবন্টন খাত	মান বন্টন
১	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	১৫
২	(ক) নিয়োজিত জনবল (পুরুষ)	১০
	(খ) নিয়োজিত জনবল (নারী)	১০
৩	ফসল ও পণ্যের বার্ষিক উৎপাদন (মে.টন/লিটার/বেল/অন্যান্য)	১৫
৪	মোট বিনিয়োগ (টাকা)	১০
৫	বার্ষিক উৎপাদন খরচ (টাকা)	১০
৬	বার্ষিক আয় (টাকা)	১০
৭	বার্ষিক নীট আয় (টাকা)	১০
৮	ব্যবহৃত প্রযুক্তিসমূহের নাম	১০
	মোট=	**১০০**

(iii) কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প

ক্রম	মানবন্টন খাত	মান বন্টন
১	শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত ফসল/ পণ্য	১৫
২	(ক) নিয়োজিত জনবল (পুরুষ)	০৮
	(খ) নিয়োজিত জনবল (মহিলা)	০৭
৩	যন্ত্রপাতির নাম ও সংখ্যা	১০
৪	ব্যবহৃত প্রযুক্তি	১০
৫	পণ্যের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ(মে.টন/লিটার/বেল)	২০
৬	উৎপাদন ব্যয় (টাকা)	১০
৭	আয় (টাকা)	১০
৮	নীট আয় (টাকা)	১০
	মোট=	**১০০**

(iv) কৃষি বিপণন

ক্রম	মানবন্টন খাত	মান বন্টন
১	বিপণনকৃত কৃষিপণ্যের নাম ও পরিমাণ	১০
২	কৃষিপণ্য ক্রয়ের উৎস, এলাকা ও পদ্ধতি	১০
৩	কৃষিপণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্র, এলাকা ও পদ্ধতি	১০
৪	বার্ষিক বিনিয়োগ ও আয়	১০
৫	কৃষিপণ্য সংগ্রহ, বাছাই, প্যাকেজিং ও পরিবহন পদ্ধতি ও প্রমাণক	১০
৬	পরিবহণ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং সতেজ কৃষিপণ্য শীতলকরণ ব্যবস্থা	১০
৭	বিপণন ব্যবস্থায় উদ্ভাবনী ধারণা সংযোজন	১৫
৮	বিপণনকৃত কৃষিপণ্যের উত্তম কৃষি চর্চার ব্যবহার	১৫
৯	বিপণন কাজে নিয়োজিত জনবল ও তাদের পরিচ্ছন্ন/নিরাপদ ও উন্নত কর্মপরিবেশের তথ্য ও প্রমাণক	১০
	মোট=	**১০০**

বিভাগ 'গ'-রপ্তানিযোগ্য কৃষি পণ্য উৎপাদন এর মানবন্টন

ক্রম	মানবন্টন খাত	মান বন্টন
১	উৎপাদনের পরিমাণ (মে:টন)	১০
২	দেশে বাজার মূল্য (টাকা)	১০
৩	রপ্তানি মূল্য (মার্কিন ডলার)	১০
৪	বিভিন্ন সনদপত্র	১০
৫	বিভিন্ন লিফলেট/বুকলেট	০৫
৬	বিভিন্ন কার্যক্রমের স্থিরচিত্র/ভিডিও	১০
৭	উত্তম কৃষি চর্চা অনুসরণ	১০
৮	উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণ প্রক্রিয়া	১৫
৯	উৎপাদনকারি/উৎপাদন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেট	১০
১০	পণ্য পরিবহন গুণগতমান নিশ্চিতকরণ	১০
	মোট=	**১০০**

বিভাগ 'ঘ'- স্বীকৃত বা সরকার কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত কৃষি (ফসল/মৎস্য/প্রাণিসম্পদ/বনজসম্পদ উপখাতভুক্ত) সংগঠনের সংগঠক এর মানবন্টন

ক্রম	মানবন্টন খাত	মান বন্টন
১	সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নিবন্ধনের সনদ	১০
২	সাংগঠনিক কার্যক্রমের প্রমাণক	১০
৩	সাংগঠনিক কার্যক্রমের প্রমাণক	০৫
৪	বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার বা অন্যান্য জাতীয় সনদপত্রের ছায়ালিপি	১৫
৫	উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা/পরিবেশ নীতিমালা/জৈব কৃষি নীতি অনুসরণ	১৫
৬	সংশ্লিষ্ট সংগঠনের বার্ষিক বিনিয়োগ ও বার্ষিক লাভের পরিমাণ	১৫
৭	সংগঠনের সদস্যদের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও নির্বাচন এর প্রমাণক (ছবিসহ)	১০
৮	সংগঠনের নিয়মিত অডিট প্রতিবেদন	১০
৯	দারিদ্র্য দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান/নারীর অংশগ্রহণে সংগঠনের ভুমিকা	১০
	মোট=	১০০

বিভাগ- 'ঙ'- বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত এর মানবন্টন

ক্রম	মানবন্টন খাত	মান বন্টন
১	বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার সনদের ছায়ালিপি	১০০

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাজিয়া জামান
উপসচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ব্রেনজন চাম্বুগং, উপপরিচালক (উপসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd